দৈনিক খবর

তারিখ 28 JUL 1993
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫

পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী

যে শিক্ষা ব্যবস্থা সন্ত্রাস বেকারত্ব সৃষ্টি করে তা নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, পুরো জাতির চাহিদা মেটাতে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা জীবনমুখী ও সময়োপযোগী সংস্কার এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল মঙ্গলবার এনইসি মিলনায়তনে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ফেলোশীপ কর্মসূচীর পিএইচডি ডিগ্রীধারী ও তাদের গাইডদের এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, যে শিক্ষা ব্যবস্থা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়, বেকারত্ব সৃষ্টি করে, মেধার অপচয় ঘটায় ও নকলের প্রবণতা বৃদ্ধি করে তা নিয়ে আমাদেরকে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারের লক্ষ্যে শিক্ষাবিদদের এগিয়ে আসার আহবান জানান যেটা একটি দারিদ্র্যমুক্ত এবং

৭-এর পাতা ৫ম কঃ দেখুন

যে শিক্ষা ব্যবস্থা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে।

উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও মেধা পাচার রোধে এ ব্যাপারে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। বেগম জিয়া বলেন, বিশেষ করে শিক্ষকসহ সকলকে ছাত্রদের জন্য সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত এবং তাদের জীবন সম্পর্কে উজ্জ্বল ধারণা সৃষ্টির জন্য কাজ করে যেতে হবে। কারলাইলের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, একটি আদর্শ ছাত্র সমাজ আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত। এটা জাতীয় জীবনের সামাজিক কাঠামোকে সমুজ্জ্বল করতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাবমূর্তি নির্ভর করছে দেশের উচ্চ শিক্ষার মানের ওপর। তিনি বলেন, সরকার উচ্চ শিক্ষার জন্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও তাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচীর প্রবর্তন এবং দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনঅনুমোদন।

তিনি বলেন, শিক্ষা হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি। এই প্রতিশ্রুতি পূরণে আগামীতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ আরো বৃদ্ধি করা হবে। প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ফেলোশীপ কর্মসূচীর আওতায় পিএইচডি ডিগ্রী লাভকারীদের অভিনন্দন জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, তারা তাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক ও সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী ৭০ জন পিএইচডি ডিগ্রীধারীকে সনদপত্র হস্তান্তর করেন। তিনি ফেলোশীপ কর্মসূচীর গাইডসদেরকেও পুরস্কৃত করেন।

বর্তমানে এই ফেলোশীপ কর্মসূচীর আওতায় আরো ৩০ জন পিএইচডি ডিগ্রী নিয়ে কাজ করছেন।